R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ব্লকমেকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮১ সাল।
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

শ্রমমন্ত্রীর কাছে গ্রামবাঙলা উপেক্ষিত

মনটুনগর, ১৫ ফেব্রুয়ারী—আজ জঙ্গিপুর পূর্ত বিভাগের ময়দানে (মনটুনগর) আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের পঃ বঙ্গ রাজ্য বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় অনুপস্থিত শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপালদাস নাগের উদ্দেশ্যে জঙ্গিপুর বিধানসভার সদস্য হাবিবুর রহমান ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'শ্রমমন্ত্রী শহরের মানুষ, গ্রামবাঙলা তাঁর কাছে উপেক্ষিত। তাই আজকের শ্রমিকদের রাজ্য সম্মেলনে কথা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি অনুপস্থিত।' প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যের কৃষি ও আইন মন্ত্রী আবদুস সাত্তার বলেন, মালিকরা শ্রমিকের শত্রু, সমাজের শত্রু। তাই এ সরকার তাদের সাথে নেই। যুব ও বিড়ি শ্রমিক নেতা রবীন্দ্র পণ্ডিত মালিক শ্রেণীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিড়ি শ্রমিকরা টি বি রোগে আক্রান্ত হয়ে যে পরিমাণ রক্ত দিতে বাধ্য হন, সেই রক্ত তাঁরা

আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির সহ-সভাপতি দিলীপ সিংহ মনটুনগরে পঃ বঃ রাজ্য বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনের প্রাচীরপত্রে বক্তাদের তালিকায় নাম না ছাপানর জন্য পদত্যাগ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। তিনি জনৈক সাংবাদিককে কারও নাম না করে জানিয়েছেন যে, আরও দু'জন নেতা নাকি ইউনিয়ন থেকে সরে আসছেন।

ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করে দেবেন। সংসদ সদস্য হাজী লুৎফল হক শ্রমিক শোষণের নিন্দা করেন। বিশেষ অতিথি কুটীর শিল্প ও সমবায় দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী অতীশচন্দ্র সিংহ বিড়ি শ্রমিকদের সমবায় সমিতি গঠনের পরামর্শ দেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মহঃ সোহরাব, হোসেন আলী; কালী গুপ্ত প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ আজিজুর রহমান।

প্রকাশ্য সম্মেলনের প্রাক্কালে প্রতিনিধি সম্মেলনে পাকুড়, বীরভূম, মালদহ ইত্যাদি জায়গা থেকে প্রায় ১৫০ প্রতিনিধি যোগ দেন এবং ৬'৭০ পয়সা হারে মজুরির দাবিসহ ৮ দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

খুলবে—খুলবে না—খুলবে

বিশেষ প্রতিনিধি, জঙ্গিপুর, ১৫ ফেব্রুয়ারী—প্রথমে শোনা গেল খুলবে, তারপর শোনা গেল খুলবে না, এখন আবার শোনা যাচ্ছে খুলবে। হ্যাঁ, জঙ্গিপুর কলেজে প্রস্তাবিত এবং অনুমোদিত বাণিজ্য বিভাগ এই চুয়াত্তর-পঁচাত্তরের সেসনেই খুলবে। এবং সেই মর্মে এক অনুমতিপত্রও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁচেছে।

আর্থিক মঞ্জুর হয়েছে, সেদিন কলেজ অধ্যক্ষ বল্লেন, অরডারটা এখনও আসেনি। কলেজ গভারনিং বডি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনডিকেটের সদস্য জগদীশ সিংহ কলকাতায় আছেন, চেষ্টা চালাচ্ছেন। ১২ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ইনস্পেকশন হয়ে গেলে এবারই খোলা হবে। দেরী হলেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পাওয়া যায় তাহলে এক মাস পরও খোলা যেতে পারে।

না, আর কোন যদির ওপর নির্ভর করতে হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। অতএব এ বছরই অর্থাৎ ৭৪-৭৫ সেসনেই বাণিজ্য বিভাগ চালু হচ্ছে জঙ্গিপুর কলেজে।

অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর সেদিন এক সাক্ষাৎকারে আরও তিনটি প্রশ্নের জবাবে বলেন, জঙ্গিপুর কলেজে আগের পরিবেশই বহাল আছে। পড়াশুনো হয় নিয়ম মাফিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ছাড়াও কলেজে ক্লাস এগজামিনেশন হয়, টেসট পরীক্ষা হয়। কখনও কখনও ক্লাস এগজামিনেশনের ভিত্তিতে ছাত্রদের সেনট্ আপ করা হয়। অধ্যক্ষ মনে

—শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বৈচিত্র্যময় সরস্বতী পূজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ ফেব্রুয়ারী—আপাতঃ দৃষ্টিতে অত্যন্ত সাধারণ মনে হলেও এবারে শহর রঘুনাথগঞ্জের সরস্বতী পূজো ছিল একটু ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন রুচির। তারুণ্যে ভরপুর আর পূর্ববৎ প্রাঞ্জল না হলেও কিছুটা বৈচিত্র্য যে ছিল—এ কথা অনস্বীকার্য। রিভিউ-এ বেরিয়ে অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় মণ্ডপগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার সময় মাইকের আওয়াজ পাইনি বল্লেই চলে। বেশীর ভাগ মণ্ডপেই মাইক বাজেনি। এ ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, তাঁরা ব্যয় সঙ্কোচ করতে চান তাই মাইক করেন নি। আর নগণ্য যে কয়েকটি মণ্ডপে মাইকের ব্যবস্থা ছিল সেখানে হিন্দীর চাইতে বাঙলা গানের প্রাধান্যই ছিল বেশী। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পূজো মণ্ডপে চিত্র প্রদর্শনী, বিবেকানন্দ ক্লাবে দেশ-বিদেশের ডাকটিকিট প্রদর্শনী ও হাতে লেখা ছোট গল্প প্রদর্শনী এবং পাঠশালা মণ্ডপের সাজসজ্জা ও টাউন ক্লাবের মোমের প্রতিমা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে।

পূজোর ব্যাপারে চিরাচরিত প্রথার পাশাপাশি উগ্র আধুনিক প্রথার সহাবস্থানও চোখে পড়েছে। একটি মণ্ডপে নাচের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মানা প্রতিমার সামনে সন্ধ্যারতির পরিবর্তে ব্যানডে বাজানো হচ্ছে একটি হিট ছবির গান—'গাড়ী বুলা রহী হাঁয়, সিটি বাজা রহী হাঁয় ...'। আর ঠিক তার পাশেই একটি ঘরোয়া পূজো মণ্ডপে সন্ধ্যারতি দেওয়া হচ্ছে কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে, ধূপধুনা জালিয়ে। সেই পূত পবিত্র ধূপের গন্ধ পাশাপাশি ওই মণ্ডপেও পূজোর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

সরস্বতী পূজোয় হরিজনরাও এবার বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। সরকারী অনুদান ঘোষিত হওয়ায় এই প্রথম তারা হরিজন পল্লীতে ঘটা করে সরস্বতী পূজো দিয়েছে, উৎসবের ভাগীদার হতে পেরে

— শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন

এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট

ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা

(জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)

পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ফাল্গুন বুধবার, সন ১৩৮১ সাল।

'কার পাপে ?'

আমাদের পত্রিকায় সম্প্রতি 'কার পাপে ?' শীর্ষক যে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহা একদিকে যেমন মর্মান্তিক, অপরদিকে তেমনি অমানবিক। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই সংবাদ, তাহার স্থান সেবাকার্যের পীঠভূমি যাহার নাম হাসপাতাল—এখানকার মহকুমা হাসপাতাল। যাঁহাদের দায়িত্বহীনতা সংবাদটির পটভূমি, তাঁহারা সেবার মহান ব্রতে উৎসর্গীত ; সেবাই তাঁহাদের বৃত্তি। প্রকাশিত ঘটনার যতটুকু পাঠক সাধারণ পাইয়াছেন, তাহাতে সেবাকার্যের নমুনা ও তৎসম্পর্কিত সামগ্রিক পরিচালনার ব্যবস্থা বিবেচনা করিয়া স্তম্ভিত হইবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যে কোন সভ্য ও স্বাধীন দেশ এই ব্যাপারে ঘৃণার নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে দ্বিধা করিবে না।

বার নম্বর বেডের প্রসূতি কেনেজবানু প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে খাট হইতে পড়িয়া যান। তিনি চিৎকার করিলেন। কর্মরতা সেবিকা আসিলেন না। তাঁহাকে সাহায্য করিলেন অপর এক প্রসূতির আয়া। হয়ত কর্মরতা সেবিকা ঠিক সেই সময় কর্তব্য ব্যপদেশে সাময়িকভাবে অন্যত্র গিয়াছিলেন এবং ধরিয়া লওয়া গেল যে, তিনি পরে আসিয়াছিলেন এবং উল্লেখিতা প্রসূতিকে লেবার রুমে লইয়া গিয়াছিলেন। সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, উক্তা প্রসূতির প্রসবকালে কোন নারস্ ছিলেন না। আমরা ইহার কারণ বুঝিতে অক্ষম। প্রসবের পর শিশুর উপযুক্ত পরিচর্যা করিয়া তাহাকে মায়ের কাছে রাখা হয়। এক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই। বরং তাহাকে টেবিলেই পড়িয়া থাকিতে হয়। পরের দিন ঐ শিশু মারা যায়।

এই মহকুমা হাসপাতালের নানা অব্যবস্থার কথা আমরা ইতোপূর্বে একাধিকবার প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু যে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা আজ ডেলিভারি ওয়ার্ডে অনুপ্রবেশ করিতেছে, তাহার কোন ক্ষমা, কোন রেডিমেড রিপোর্ট তথা কৈফিয়তের অবকাশ নাই। কেন কেনেজবানুর প্রসবকালে কোন নারস্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন না? ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সেই হতভাগ্য শিশুকে কেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া বাহিরের প্রতিকূলতার সহিত লড়িয়া পরদিন মৃত্যুবরণ করিতে হইল? হাসপাতাল কর্মীদের কর্তব্যে অবহেলার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন? সাধারণ মানুষের মনে এই সব প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক।

উলটপুরান

॥ চিন্তামণি বাচস্পতি ॥

তন্মুগ্ধ মন কেমন যেন হইয়া গেল যখন শুনিলাম আমার কুটীর-ছায়াচ্ছাদনের উপর দিয়া এক ঝাঁক কলহংস উড়িয়া যাইতেছে। তবে তো বসন্ত আসিতেছে। আমি অন্নচিন্তা চমৎকারা। ভাবিতেছি কি করিয়া জারানল নির্বাপিত করিব। এমন সময় হংসপাঁতির উড্ডীন কলকাকলী মনটিকে যেন অবাস্তব শূন্যে উড়াইয়া লইল। হায় রে জীবন!

কিন্তু তাই বা কেন? ঐ বালিহাঁসের দলও তো চলিয়াছে খাদ্যের সন্ধানে ; চলিয়াছে সাথী-সম্মিলনে, প্রাকৃতিক সম্মোহে বংশ বিস্তারের চিরন্তন লীলায়। বোধ হয়, অবোধ কাব্য হইয়া যাইতেছে। যাহাকে লীলা ভাবিতে হৃদয় ঝুঁকিয়াছে সুসভ্য বিজ্ঞবুদ্ধি তাহাকে তিরস্কার করিয়া পরিবার পরিকল্পনার ফিকির শিখাইতেছে। ইহাই আমাদের মানব সভ্যতার গৌরব।

হিসাবে বোধ হয় কিছু ভুল থাকিতেছে। যাহারা না খাইয়াও মরিতে শিখে না, অখাদ্য গিলিয়াও টিকিয়া থাকে তাহাদিগকে সভ্য সমাজভুক্ত করিলে চলিবে কেন? তাহারা তো মানুষই নহে। মানব সভ্যতা তাহাদের লইয়া যাহারা অন্যের মুখের গ্রাস অহিংস স্নেহে আপন করিয়া লইতে পারে, দেশকে শোষণ-শুদ্ধ দরিদ্র করিয়া আপন বিপুলতায় তাহা আড়াল দিতে পারে, দারিদ্র্যমথিত ঐশ্বর্যের ছটায় যাহারা চোখ ঝলসাইয়া দিতে পারে তাহারাই মানব সভ্যতার শীর্ষে। তাহাদের জয়ধ্বনি করিয়া মানব সভ্যতা সুপ্রসারিত করিতে হইবে। তুচ্ছ পেটের চিন্তাহীন লোকের বদ অভ্যাস মাত্র।

কয়েকদিন পূর্বে আমার জনৈক বন্ধু প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম, এক ডাক্তারবাবু মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বাজারে খাদ্য ও বস্ত্রের দাম যেরূপ রকেটগতিতে বাড়িতেছে ঔষধের দাম সেরূপ বাড়ে নাই। মদীয় বন্ধু তাহার এরূপ ব্যাখ্যা করিলেন—সদাশয় সরকার বাহাদুর খাদ্য ও বস্ত্র দুর্লভ করিয়া তুলিলেও আমাদের অনাহারে মরিতে দিবেন না ; অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যের ঔষধ মুখে দিয়া নিরন্ন উলঙ্গ আমাদের বাঁচাইয়া রাখিবেনই। বন্ধুর কথা শুনিয়া খুব আশ্বস্ত হইয়াছিলাম। যেমন করিয়া হোক বাঁচিয়া তো থাকিব।

কিন্তু সম্পাদক ভায়া, অভাগার কপাল তুমি কি আবার পুড়াইবে? সংবাদে পড়িলাম—'বাজারে ওষুধের আকাল/গ্রামে রোগীর নাকাল' পড়িয়া ভয় পাইলাম। তবে উপায়? বিনা ঔষধে মারা পড়িব? সদাশয় সরকার বাহাদুর থাকিতে?

নাঃ। ভায়া হে, দমিব না! যত আকালই হোক না কেন, আমাদের নাকাল করা সম্ভব নয়। আমরা জুতা খাইব, কিন্তু অপমান হইব না। আমরা মহান মানব সভ্যতার পিলসুজ।

শুধু নীরবে বলি,—হে কলহংসের দল! আরও ঊর্দ্ধে থাকিয়া উড়িয়া যাও ; যেন এই সভ্যতাদীপের ধূমাঙ্কিত কালি তোমাদের নন্দিত পালক স্পর্শ না করে।

কম কথায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি নয়নসুখ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিবাহিত বনাম অবিবাহিতদের সৌহার্দপূর্ণ ক্রিকেটে বিবাহিতরা অবিবাহিতদের কাছে ২২ রাণে হেরে যায়। অবিবাহিত দলের ৫৫ রাণের উত্তরে বিবাহিত দল ৩৩ রাণ করে সকলে আউট হয়ে যায়।

মৃতদেহ উদ্ধার : ৩ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘি পুলিশ মনিগ্রামের শালবন থেকে গাছের ডালে দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সের এক অপরিচিতার মৃতদেহ উদ্ধার করে। অভাবের তাড়নায় সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে বলে প্রকাশ।

বাসের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু : চার ফেব্রুয়ারী সকালে এস এম জি আর রোডে মোগলমারী সেতুর কাছে গাছের ডালের ধাক্কায় বাসের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে কান্দী-রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটের এক বাসকর্মী গুরুতরভাবে জখম হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির পর ওই দিনই তার মৃত্যু ঘটে।

খুনী ধৃত : সাগরদীঘি থানার কৈয়োর গ্রামে গত ১৩ জানুয়ারী রাত্রে ঝুমুরের গানের আসরে বসার জায়গা নিয়ে গণ্ডগোলের সময় ছুরিকাঘাতে ভোলা গ্রামের সায়েম সেখকে খুন করার অভিযোগে বোখারা গ্রামের ফেরার আসামী সেলিম সেখকে ৬ ফেব্রুয়ারী বহরমপুর শহরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রাক্ষুসে মূলা : চাষের জমিতে নয়, রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফাঁসীতলায় বঙ্কিম ঘোষের সখের বাগানে এক ম্যাকসি মূলা ফলেছে, যার ওজন কম করেও দশ থেকে বার কেজি হবে। রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর উন্নয়ন সংস্থার আধিকারিক এবং নাগরিকরা এই রাক্ষুসে মূলা দেখে বিস্মিত হয়েছেন।

ছাত্র ধর্মঘট : রাজ্যের আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের জঙ্গিপুর শাখা সমিতির ডাকে ১৯ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং সমিতির পক্ষ থেকে এক স্মারকলিপি মহকুমা শাসক সমীপে পেশ করা হয়।

= ঘোষণা =

কুষ্ঠরোগ মোটেই ছোঁয়াচে নয়—এদের ঘৃণা করবেন না। বরং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে বলুন।

এর আগে একমাত্র বহরমপুর শহরে একটি Leprosy Clinic এবং জঙ্গীপুরে একটি Treatment Centre যথাক্রমে ৮০,০০০ এবং ২,০০,০০০ জনসাধারণকে নিয়েছিল। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ থেকে Jangipur Leprosy Treatment Centre-কে বাড়িয়ে ৪ লক্ষে আনা হচ্ছে। এবং এর আওতায় আসছে, সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ ও সুতী ২নং ব্লক। ঐ এলাকায় মোট ১৮টি ক্লিনিক চালু হচ্ছে সেখানে রোগীরা আরও উন্নত ও নিয়মিত চিকিৎসা পাবেন। এ ক্লিনিকগুলির ভেতর প্রতিটি হাসপাতালও থাকছে। অর্থাৎ প্রায় চতুর্গুণের বেশী জোরদার কাজ আমাদের লক্ষ্য। বহরমপুরের Clinicটি যথারীতি আগের মত থাকছে তবে কুষ্ঠরোগীর Medical এবং Surgical চিকিৎসার জন্য সদর হাসপাতালে ২০ বেডের একটি নূতন ব্লক ১৯৭৫ সালেই তৈরী হচ্ছে। এ ছাড়াও জেলায় নীচের জায়গাগুলিতে "এস, ই, টি" সেন্টার খোলা হয়েছে সেখানে রোগীরা আধুনিকতম চিকিৎসা পেতে শুরু করেছেন। অবশ্য পুরোপুরি কাজ ১৯৭৫ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি শুরু হচ্ছে। এই জাতীয় প্রতিটি "এস ই, টি" সেন্টার ২০-২৫ হাজার জনসংখ্যা হিসাবে গঠিত হচ্ছে।

১) নবগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র
২) খড়গ্রাম " "
৩) বেলডাঙ্গা " "
৪) জিয়াগঞ্জ " "
৫) ভরতপুর " "
৬) সাদিখাঁরদিয়ার " "
৭) ধুলিয়ান (অনুপনগর) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

মনে রাখবেন সরকারের যে কোন পরিকল্পনা সাফল্যের জন্য চাই আপনাদের সহযোগিতা। সমস্ত জেলায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার আগেই চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ দিন। মনে রাখবেন পুরোপুরি ব্যবস্থাটাই অত্যন্ত গোপনীয় রাখা হবে।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ জেলা

(মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তর হইতে প্রচারিত)

—প্রকাশিত হোলো—

অশনি সংকেত

১ম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

এ সংখ্যায় আছে—ইন্দ্রনীলের মুখোশে একজন জনপ্রিয় শক্তিমান সাহিত্যিকের সাড়া জাগানো বিস্ময়কর গল্প—

"গাঁয়ের সীমানায়"

কুমার ইন্দ্রজিতের বাস্তবমুখী গল্প—

"সূর্যোদয়ের পথে"

প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক আঃ রাকিবের সূক্ষ্ম অনুভূতি ভালোবাসার সার্থক গল্প

"শয্যা"

এ ছাড়া গল্প কবিতা লিখেছেন—আবুল হাসনাত—ইন্দ্রনীল—কুনাল-কিশোর রায়চৌধুরী—মির্জা নাসিরুদ্দিন—অলককুমার দত্ত—চন্দ্রশেখর ঘোষ—রতন রায়—প্রদীপ ইসলাম—সত্যনারায়ণ ভকত প্রভৃতিরা।

প্রাপ্তিস্থান :—পত্রিকা কার্যালয়, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

খুলবে—খুলবে না—খুলবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেন না যে জঙ্গিপুর কলেজে টোকাটুকি হয়। অন্যান্য কলেজের মতই বিশ্ববিদ্যালয় টিম এই কলেজ সম্পর্কে একই মত পোষণ করেন।

অধ্যক্ষ ডঃ ধর এই কথাগুলো বল্লেও প্রাপ্ত খবরে দেখা গিয়েছে ব্যাপারটা পুরো উল্টো। জানা গিয়েছে যে, জঙ্গিপুর কলেজে মোটেই পড়াশুনা হয় না। কলেজের একাডেমিক এ্যাটমসফেয়ার নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং এবার পরীক্ষায় যাচ্ছেতাই টোকাটুকি হয়েছে। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় টিমকে পরীক্ষার সময় হঠাৎ ইনসপেকশনে আসতে হয়েছিল।

তবে কলেজে টোকাটুকি যে চলে তার প্রমাণ মেলে অধ্যাপকদের কথায়। তাঁরা বলেন, পরীক্ষা হলে গারড দেওয়ার জন্য তাঁরা দৈনিক দশ টাকা করে পান। কিন্তু টোকাটুকির পরিবেশের সঙ্গে থাপ থাওয়াতে পারেন না বলে এই দুর্দিনের বাজারে ত্যাগ স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা গারড দিতে যান না। এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য : টু কীপ আওয়ার প্রেসটিজ টু আওয়ার ওন।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ১২৪/৭৪ অন্য

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতি জন্য প্রচার করা যাইতেছে যে শ্রীশ্রী৺মহাদেব জিউ দেবঠাকুর পক্ষে মাঠ থাগড়া গ্রামের অধিবাসীগণ পক্ষে ১। সাধনকুমার মণ্ডল ২। গিরিজাভূষণ মাল ৩। বিজয়কুমার মণ্ডল ৪। শিশিরকুমার মণ্ডল বাদীস্বরূপে বিবাদী দ্বারকচন্দ্র রায় দীং বিরুদ্ধে মাঠ থাগড়া মৌজার ৭৭৭নং খতিয়ানভুক্ত ১৭৫নং দাগের ২২ শতক ও ৭৭৯নং খতিয়ানভুক্ত ২৩নং দাগের ১৪৮ শতক, ৬৫নং দাগের ২১ শতক, ৪০৮নং দাগের ১০ শতক ও ১১৫৮নং দাগের ৬৮ শতক মোট ২৬৯ শতক সম্পত্তিতে উক্ত দেবঠাকুরের স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় অত্র আদালতে দেঃ কাঃ বিঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় মাঠথাগড়া গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে যে কোন ব্যক্তি ধার্য্য দিন ২৬ ২-৭৫ তাং মধ্যে বাদী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

By Order of the Court
Sheristadar,
2nd. Munsif's Court, Jangipur

জঙ্গিপুর রবীন্দ্র মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের (রেজিঃ নং এস ৯৩১৮/১৯৬৮/৬৯)-এর বিজ্ঞপ্তি

সমিতির নিয়মানুযায়ী ২৮/২/৭৫ মধ্যে ধার্য চাঁদা আদায় দিয়া সভ্য হইবার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত—
হরিলাল দাস, সম্পাদক

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন—আর, জি, জি ১৯

বৈচিত্র্যময় সরস্বতী পূজো (১ম পৃষ্ঠার পর)

আনন্দে মেতে উঠেছে। আর মাইকে অহরাত্র বাজিয়েছে তাদের প্রিয় তারকা জিতেন্দ্র অভিনীত ছবির হিন্দী রেকরড। একটু টেরচা চোখে দেখলেও এই সব ঘটনা কি বৈচিত্র্যময় নয়?

প্রসাদ নিয়ে মারামারি : আলমপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারী—সরস্বতী পূজোর দিন প্রসাদ কম দেওয়ায় স্থানীয় এক পূজো মণ্ডপের দুই উদ্যোক্তা গ্রামের অন্য এক ক্লাবের ছেলেদের হাতে সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হয়। তাদের মধ্যে তীর এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া

বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)